হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৯, কলকাতা ❁ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

এদেশের কিম্ভূতকিমাকার রাজনৈতিক নেতা ও অপদার্থ বুদ্ধিজীবিরা হাজার হাজার মাইল দূরে থাকা দশ লক্ষ প্যালেস্টাইনি মুসলমান উদ্বাস্তুদের জমি দেওয়ার জন্য সহানুভূতি দেখাতে পারেন। পারেন না শুধু অন্যায়ভাবে পূর্ববঙ্গ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া দেড় কোটি হিন্দুর জন্য ন্যায়তঃ আইনতঃ প্রাপ্য জমি চাইতে।—**শিবপ্রসাদ রায়।**

আমাদের কথা

উত্তরপ্রদেশের পিলিভিটে গেরুয়া ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে যুবকরা স্লোগান তুলেছে—বরুণ নহী ইয়ে আঁধি হ্যায়। বরুণ গান্ধীর উপর জাতীয় সুরক্ষা (N.S.A.) আইন প্রয়োগ করা হয়েছে। তাঁর অপরাধ, তিনি মিটিংয়ে বলেছেন---যারা আমাদের মা-বোনেদের উপর অত্যাচার করবে, তাদের হাত কেটে নেব। আরও কিছু কথা বলেছেন যেগুলোকে মুসলিম বিরোধী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাতেই বরুণের উপর এই কঠোর আইন প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে তিনি যেন ৬ মাস পর্যন্ত জামিন না পান। আর আজমল আমীর কাসভ, যে পাকিস্তানী নাগরিক, মুম্বই ২৬/১১ হামলার অন্যতম অপরাধী, বহুজনের হত্যাকারী, তার উপরে এই N.S.A. প্রয়োগ করা হয়নি। কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকাতি লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে হত্যার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করলেও তাঁর উপর N.S.A. প্রয়োগ তো দূরের কথা, তাকে গ্রেফতার পর্যন্ত করা হয় না, এমনকি তার বিরুদ্ধে মামলা পর্যন্ত দায়ের করা হয় না। এই মুসলিম তোষণে ভারতবাসী তো অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু হিন্দুত্ববাদী কর্মীদের মনে রাখা দরকার, বরুণ গান্ধীর হঠাৎ দেওয়া একটামাত্র বক্তব্য নিয়ে উল্লসিত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বরুণের বক্তব্য এবং তাঁকে গ্রেপ্তারের ফলে যে হিন্দু পোলারাইজেশন হয়েছে, তার লাভ তো একটা রাজনৈতিক দল পাবে। সেইজন্য তারা এখন এটাতে হাওয়া দিচ্ছে। তারপর কাজ হয়ে গেলে ছেঁড়া কাপড়ের মত ইস্যুটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আর আমরা পড়ে থাকব রাস্তায়। রামমন্দির আন্দোলন থেকে অন্ততঃ এটুকু শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

বরুণ গান্ধীর ইস্যু আজকে আঁধির মত এসেছে। কে জানে এটা আঁধির মতই চলে যাবে কিনা! বরুণ গান্ধী তরুণ নেতা। তাঁকে স্বাগত জানাই। কিন্তু তাঁকে আর একটু দেখা দরকার আছে। যতই হোক, তিনি একজন রাজনৈতিক নেতা এবং গান্ধী পরিবারের সদস্য। এ দুটো ফ্যাক্টরই বিশ্বাসের অযোগ্য। রাজনীতিকরা বহুরূপী এবং গান্ধীরা মুসলিম তোষক। বরুণ গান্ধী যদি এই দুটি ক্ষতিকর আইডেনটিটির উর্দ্ধে উঠতে পারেন, তাহলে তাঁকে স্বাগত। কিন্তু আর একটু দেখতে হবে।

বিশেষ সূচনা ঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতি প্রতিষ্ঠা দিবসে তপন ঘোষ, গোবিন্দাচার্য্য ও অন্যান্য বক্তাদের বক্তৃতা ইন্টারনেটে <YouTube.com> ওয়েবসাইটে শোনা যাবে। ঐ ওয়েবসাইটে গিয়ে <tapan ghosh speech> সার্চ করলেই ভিডিওতে ঐ ভাষণগুলি শোনা যাবে। হিন্দু সংহতির নিজস্ব ওয়েবসাইট <hindusamhati.org> এর দর্শকসংখ্যা সাড়ে সাত হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়া নেটের বিভিন্ন ফোরামে প্রায় ৫০ হাজার দর্শক এই ওয়েবসাইটের সংবাদ দেখেছেন।

মালদার গ্রামে নারীদের উপর লাগাতার যৌন নির্যাতন

জেলার এস. পি. ন্যাকা সাজছেন

রতুয়ার কাহালা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিমতলা গ্রামে মহসিন শেখের ১৮টি ছেলে। ৬ ছেলে বাইরে থাকে। বাকি ১২ জনকে নিয়ে বৃদ্ধ মহসিন গ্রামেই থাকেন। বাসিন্দাদের অভিযোগ, শেখ গোনা, ইয়াসিন, রফিকুল, আসিনদের অত্যাচারে গোটা গ্রামে মহিলা ও ছাত্রীরা বাড়ির বাইরে বার হতে ভয় পান। পুলিশের সামনেই মহিলারা জানান, গ্রামে ১০ বছর থেকে ৫০ বছর অবধি মেয়েরা ওই পরিবারের ছেলেদের হাতে নির্যাতিত হন। স্কুল যাতায়াতের পথে, জল আনতে গেলে বা মাঠে প্রাতঃকৃত্য করতে গিয়েই মহিলারা শেখ গোনা, ইয়াসিনদের শিকার হয়েছেন।

এমনকী, প্রকাশ্য রাস্তা থেকে মহিলাদের তুলে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা জানান, পুলিশকে জানিয়ে কোনও সময়ই লাভ হয়নি। অনেক সময় অভিযোগই নেওয়া হয়নি। উল্টে থানা থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে। কাহালা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএমের প্রাক্তন প্রধান অশোক মণ্ডল বলেন, ''ওই গ্রামে একজন বা দু'জন নয়, বহু মহিলাই ওই দুষ্কৃতীদের যৌন নির্যাতন শিকার। পুলিশ আগেই যদি মহসিন শেখের ছেলেদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিত, তা হলে এ দিনের ঘটনা ঘটত না।''

একই ভাবে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান কংগ্রেস প্রধান তাপস সুকুল বলেন, ''রতুয়া থানায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার জন্যই এলাকার মহিলারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, ওই গ্রামের মহিলাদের কেউ বিয়ে করতে চাইছে না এবং মেয়েকে বিয়ে দিতেও চাইছে না।''

ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার সত্যজিৎ বন্দোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''কেন মহিলাদের অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়নি এবং পরিস্থিতি কেন এমন দাঁড়াল, তদন্ত করা হবে। দুষ্কৃতীদের ধরার জন্য তল্লাশি চলছে।''

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মহসিন শেখের ওই ১২ জন ছেলের বিরুদ্ধে পুলিশের খাতায় বেশ কিছু মামলা রয়েছে। প্রতি বছরই ওই ১২ জনের এক বা একাধিক জন জেলে থাকেন। সম্প্রতি গোনা ও ইয়াসিন ছাড়া পেয়েই গ্রামে ফিরে মহিলাদের উপর অত্যাচার শুরু করে। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য মহিলারা সঙ্ঘবদ্ধ হতে শুরু করেন। গোটা বিষয়টি জেলাশাসক এবং জেলা পুলিশ সুপারকে জানানোর জন্য সই সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়। বিষয়টি টের পেয়ে ইয়াসিন ভাইয়েরা গত ২২শে জানুয়ারি বুধবার রাতে গ্রামে ঢুকে হুমকি দিতে থাকে। এ দিন ভোরে একটি মাদ্রাসা থেকে দুষ্কৃতীরা গ্রামের দিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। বোমাও ছোড়ে বলে অভিযোগ। এর পরেই মহিলারা রাগে ফেটে পড়েন। সঙ্গ দেন গ্রামের পুরুষেরা।

গ্রামের কয়েকশো মহিলা হাঁসুয়া, বল্লম, বঁটি নিয়ে দুষ্কৃতীদের বাড়িতে হামালা চালালেন। এমনকী, ওই দুষ্কৃতীদের ৪টি বাড়ি ভেঙে গুড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দেন উত্তেজিত মহিলারা। লুঠপাট করা হয় বাড়িগুলি।

হামলা থেকে বাঁচতে দুষ্কৃতীরা এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। তাতে রমেশ মণ্ডল নামে এক সিপিএম কর্মী গুলিবিদ্ধ হন। তাঁর বুকে গুলি লেগেছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে মালদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বেগতিক দেখে দুষ্কৃতীরা গ্রাম ছেড়ে পালায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছলে পুলিশকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ শুরু হয়। দুষ্কৃতীদের হাত থেকে মহিলাদের বাঁচাতে এলাকায় পুলিশ ক্যাম্প বসানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে ঘেরাও ওঠে।

[সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩-০১-০৯]

আজ পশ্চিমবঙ্গের কত গ্রাম ধানতলা, বানতলা, নিমতলা, নির্দেশখালি, হেমতাবাদ, ঘোকসাডাঙ্গাতে পরিণত হয়েছে, তা কি বুদ্ধবাবুর প্রশাসন জানে না? ৩২ বছরের একদলীয় শাসনে প্রশাসন হয়ে পড়েছে কর্তাভজা। আর কর্তারা তো আগে থেকেই মুসলিম ভজা। তাই পায়ের নীচের মাটি ও মা-বোনেদের সম্ভ্রম রক্ষার ভার আজ হিন্দু যুবকদেরকেই নিজেদের হাতে তুলে নিতে হবে।

বিচারের নামে হল প্রহসন

ধানতলার গণধর্ষিতা নারীরা সুবিচার পেল না

ধানতলার গণধর্ষিতা নারীরা সুবিচার পেল না। দুই বাস ভর্তি মহিলাদের উপর সারা রাত্রি ধরে গণধর্ষণ করা হয়েছিল। তবুও আদালত ধর্ষণকারীদের সাজা দিতে পারল না। কারণ পুলিশ সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল করতে পারেনি। তাই ১৭ জন অভিযুক্তকে গত ৩০ মার্চ রাণাঘাট মহকুমা আদালত বেকসুর খালাস করে দিল। মাত্র ৪ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল। মহামান্য বিচারপতিরা পুলিশকে নতুন করে কেস সাজাতে আদেশ দিলেন না, যা গুজরাটের ক্ষেত্রে বিচারপতিরা দিয়েছিলেন। ধানতলায় আমাদের মা-বোনেদের ধর্ষণকারীরা সবাই ছাড়া পেয়ে গেল। কারণ তারা যে আপনার আমার মা বোন, আর ধর্ষণকারীরা যে অধিকাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের।

কী ঘটেছিল সেদিন?

২০০৩ সাল ৫ ফেব্রুয়ারি। অর্থাৎ সরস্বতী পুজোর ঠিক আগের দিন। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ রানাঘাটের আইসমালি রোড লাগোয়া নির্জন জায়গায় পরপর কনেযাত্রী বোঝাই দুটি বিয়ে বাড়ির বাসে ডাকাতি হয়। একটি নির্মীয়মান ধর্মস্থান থেকেই ডাকাতরা বেরিয়ে এসে হামলা চালায়। শুধু ডাকাতি নয়, বর ও কনেযাত্রীর মধ্যে যতজন মহিলা ও কিশোরী ছিলেন তাঁদের সবাইকে ঐ ধর্মস্থানের পাশের একটি কলাবাগানে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে দুষ্কৃতীরা। সেদিন মা যেমন মেয়েকে গণধর্ষিতা হতে দেখেছেন, তেমনই মেয়েও দেখেছে মায়ের উপর দুষ্কৃতীদের লালসার উন্মত্ত আচরণ। সাক্ষ্য দিতে এসে সেদিনের নির্যাতিতারা বলেছেন, রাস্তার মধ্যে রাতের বেলা কোমর সমান করে ইঁট দিয়ে পাঁচিল দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা তখন উত্তর ২৪ পরগনার কুচিয়ামোড়া থেকে বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে নদিয়ার কামগাছি যাচ্ছিলাম। তখন ইটের পাঁচিল দেখে বাসচালক গাড়িটিকে দাঁড় করায়। দুষ্কৃতীরা চালককে বাসের লাইট বন্ধ করতে বলে। ডাকাতরা বেরিয়ে আসে। প্রথমেই চালককে খুন করে। বাসে উঠে টাকা পয়সা সোনা গয়না সবই লুঠ করে দুষ্কৃতীরা। এরপরে দুষ্কৃতীরা পুরুষ যাত্রীদের বাসের ছাদে তুলে দিয়ে একের পর এক মেয়েদের নামিয়ে নিয়ে মাদ্রাসার কাছে কলাবাগানে গণধর্ষণ করে। পরের বাসেও একই কায়দায় হামলা করেছিল দুষ্কৃতীরা।

সিপিএমের আড়ংঘাটা পানিখালির লোকাল কমিটির সম্পাদক এবং রানাঘাট জোনাল কমিটির সদস্য সনৎ ঢালির মেয়ের বিয়ে ছিল সেদিন। কনেযাত্রীরা ন'পাড়া থেকে ধানতলার আইসমালির দিকে যাচ্ছিল। দুটি ঘটনাই দুষ্কৃতীরা সংগঠিত করেছিল রাত সাড়ে বারোটা থেকে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত। অভিযোগ, ধানতলা থানার দূরত্ব খুব বেশি ছিল না। অথচ, ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছয়নি বলে অভিযোগ।

[সূত্র ঃ সংবাদ প্রতিদিন, ৩১-০৩-০৯]

এতবড়, এত ভয়ংকর ঘটনাও বাঙালির বিবেককে নাড়া দিতে পারল না। কোন্ নেশায় বাঙালি আজ বুঁদ, তার বিবেক সুপ্ত? এ কি ক্রিকেটের নেশা, না ধর্মনিরপেক্ষতার? এই ঘটনা ঘটার পর আমাদের হাত পা ছোঁড়া নাটুকে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে সেলাই, মহিলা কমিশনের যশোধরা বাগচী, মালিনী ভট্টাচার্যরা হয়ে গিয়েছিলেন বোবা। আর বিরোধীপক্ষ? ধানতলার ক্ষেত্রে তাঁরা সি.বি.আই তদন্তটুকু পর্যন্ত দাবী করলেন না। কেন? এক্ষেত্রে ধর্ষকরা মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে এসেছিল বলে?

শেষাংশ দ্বিতীয় পাতায়

বেলপুকুর হাসপাতালের মাঠে ইসলামী সভা নিয়ে উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দঃ ২৪ পরগণা ঃ কুল্পী থানার বেলপুকুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মাঠে বিরাট ঐতিহাসিক ইসলামী ধর্মসভা করা নিয়ে উত্তেজনা চরমে উঠেছিল। বেলপুকুর বাজার একটি হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ৭/৮জন মুসলিম দোকানদার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাঠে ইসলামী জলসার জন্য দরবার করে। তাদের দাবী ওই মাঠে আবহমান কাল হতে একটি সার্বজনীন দূর্গাপূজা চলে আসছে। সুতরাং ওই মাঠেই ইসলামী ধর্মসভা করতে পারলে তা হবে ঐতিহাসিক। কারণ মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘু যদি হিন্দু এলাকায় তাল ঠুকে ইসলামী ধর্মসভা করে হিন্দুধর্মের মুণ্ডপাত করতে পারে, তবে তা সর্ব অর্থেই ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকবে।

গত ৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ তারা ধর্মসভা করবে বলে এলাকায় সবরকম ব্যবস্থা পাকা করে, হাসপাতালের গেটেই সভার প্রবেশ তোরণ নির্মাণ করলে, হিন্দুরা প্রমাদ গোনে। কারণ ওই এলাকায় কয়েক বছর আগেই একজন স্থানীয় হিন্দুর জমির ওপর দিয়ে রাস্তা করে একটি 'নামাজ ঘর' বানাবার জন্য ব্যাপক বোমাবাজি হয়েছিল। সেই গোষ্ঠীটি বরাবর এলাকায় সক্রিয় হয়ে এলাকার মুসলমান জনবসতি বাড়াবার নানা চেষ্টায় রত আছে।

ধর্মসভার বিষয়টি পাকা করতে এলাকায় তৃণমূল নেতৃত্ব ও সিপিএমের অসম্ভব তালমিল দেখে বোঝা যায় না এই রাজ্যে তারা পরস্পর যুযধান গোষ্ঠী। সংবাদ সূত্রে প্রকাশ, কুল্পী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তুহিনা খাতুন পুরকাইত নাকি এই সভার আগাম অনুমতি দিয়েছিলেন লিখিতভাবেই। এলাকার তৃণমূল নেতা মুজিবর রহমান গাজী এলাকার মুসলমানদের এককাট্টা এই ধর্মসভা করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। আবার পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি সিপিএম নেতা ইয়াকুব আলি বলে বেড়াচ্ছেন, ইয়াকুব এখনো মরে যায় নি, বেলপুকুর হাসপাতাল মাঠেই ইসলামী ধর্মসভা করবো। নতুবা দুর্গা পূজা বন্ধ করতে হবে।

এলাকায় শান্তি বজায় রাখতে গত ১৭/০৩/০৯ তারিখে কুল্পী থানার ওসি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলে, সেখানে বেলপুকুর থেকে দলে দলে হিন্দুরা এসে বিক্ষোভ দেখান। ঠিক হয় যেহেতু লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা করা হয়েছে, এখন নতুন করে কোন ধর্মসভার অনুমতি দেওয়া হবে না। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের পক্ষ থেকে জানা, যায় সারারাত্রি ব্যাপী উদ্যোক্তাদের হিসাব মতো হাজারখানেক লোক রান্না-বান্না, হৈ-চৈ আর প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিবেশ বিষিয়ে উঠবে। হিন্দু এলাকার মধ্যে মুসলিমদের এই ধর্মসভা করার ব্যাপারে তৎপরতায় স্থানীয় প্রশাসন নাজেহাল হয়ে পড়েছেন। এলাকায় কয়েকদিন র‍্যাফ পোস্টিং ছিল।

মসজিদ নির্মাণ নিয়ে পিঁয়াজগঞ্জে তাণ্ডব

সংবাদদাতা, দঃ ২৪ পরগণা ঃ উস্থি থানার সিরাকোল গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিষপাড়ায় একটি প্রাচীন কালীমন্দির থেকে মাত্র ৬০ মিটার দূরত্বে পিঁয়াজগঞ্জের মুসলমানরা বেআইনীভাবে একটি জামা মসজিদ তৈরী করতে চাইছে। ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গিয়াসউদ্দিন মোল্লার মদতে স্থানীয় মুসলমানরা হঠাৎ ওই বেআইনী মসজিদ তৈরী শুরু করে। স্থানীয় হিন্দুরা তীব্র প্রতিবাদ করায় পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানরা স্থানীয় মুসলমানদের সমর্থনে এলাকার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাণ্ডব শুরু করে। হিন্দুদের সন্ত্রস্ত করে মসজিদের ভিত তৈরী হয়। দেওয়াল উঠতে শুরু করে। স্থানীয় হিন্দুরা উস্থি থানায় ডায়েরী করলেও প্রতিকার হয় না। তৃণমূল নেতা গিয়াসউদ্দিন মোল্লার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী এলাকার দুষ্কৃতীদের যোগাযোগই গিয়াসের শক্তির উৎস বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

কিন্তু এলাকার প্রতিবাদী হিন্দুরা পিছু না হটে প্রশাসনের নিকট দরবার করতে থাকে এবং পরে কলিকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে। এলাকার প্রতিবাদী হিন্দু নেতা শম্ভু মণ্ডল হিন্দুদেরকে সংগঠিত করে দানের পয়সায় হাইকোর্টে মামলা পরিচালনা করেন। তাঁর পাশে বিখ্যাত হিন্দু সংগঠনের কাউকেই দেখা যায় নি। পরিশেষে হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি সত্যব্রত সিনহা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রাচীন কালীমন্দিরের ২৫০ মি. মধ্যে অবৈধ মসজিদ নির্মাণের বিষয়টি নাকচ করে দেন। **[WP No. 1749 (W) of 1997 Judgement on 25/06/97]**

তবুও রাজনৈতিক মদতে মসজিদ তৈরীর চক্রান্ত লাগাতার চলছে। শান্তি রক্ষার জন্য যদিও এলাকায় কয়েকবার ১৪৪ ধারা জারী হয়েছে তবুও বাঁশ, খুঁটি, প্লাস্টিক টাঙিয়ে নামাজ পড়ার চেষ্টাও চলে।

উত্তেজনা চরমে ওঠে যখন ২৮/০২/০৯ তারিখে এলাকার মুসলমানরা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পুনরায় মসজিদ তৈরী শুরু করে। হিন্দুরা একযোগে প্রতিবাদ করে। উস্থি থানায় দায়ের করা এক এফ. আই. আর-এর ভিত্তিতে পুলিশ এলাকা থেকে বাড়ী তৈরীর সিমেন্ট, বালি, তাজা বোমা সহ সানওয়ার জমাদার, মুজিবর মোল্লা, মিঠুন শেখ, আলতাব হোসেন সহ ১২ জন মুসলিমকে গ্রেপ্তার করে। সমতা বজায় রাখতে সুনীল মহিষ সহ তিনজন হিন্দুকেও গ্রেপ্তার করে। এর আগে এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজির মধ্যে জোর করে মুসলমানরা মসজিদের লিন্টনের ঢালাই ফেলে দেয়। র‍্যাফ গিয়ে এলাকায় শান্তিরক্ষার জন্য দুষ্কৃতীদের ধোলাই দিলে সর্বদলীয় বৈঠকের মাধ্যমে রফা করা চেষ্টা চলে। এলাকার উত্তেজনা রয়েছে। স্থানীয় হিন্দুরা যে কোনভাবে এই অবৈধ মসজিদ রুখতে বদ্ধপরিকর।

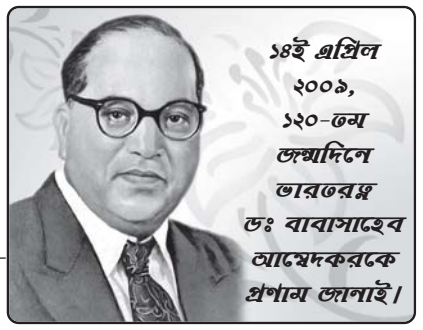

মতুয়াভক্তদের উপর আক্রমণ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ — ২৪-মার্চ মঙ্গলবার হরিচাঁদ ঠাকুরের মতুয়া ভক্তরা জয়ডঙ্কা, কাঁসর, হারমনিয়াম বাজাতে বাজাতে 'হরি বোল' ধ্বনি দিতে দিতে চলেছিল ঠাকুরনগরে। রাণাঘাট থেকে বনগাঁ ট্রেনে যখন মতুয়া ভক্তরা মাঝেরগ্রাম স্টেশনে আসে তখন এই হরিবোল ধ্বনিতে কিছু মুসলমান আপত্তি করে। বন্ধ করে দিতে বলে সব ঠাকুর নাম। না মানাতে বিপত্তি বাধে। পরিকল্পিতভাবে হামলা করা হয় মতুয়া ভক্তদের উপর। ভক্তদের বাদ্যযন্ত্র ভেঙে দেওয়া হয়। ভক্তদের মারধোর করা হয়, কিছু মহিলা গুরুতরভাবে আহত হয়। এই ঘটনা জানাজানি হবার পর সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটের বনগাঁ থেকে ফেরত রাণাঘাট ট্রেনকে মাঝেরগ্রাম স্টেশনে আটকে রাখে স্থানীয় হিন্দু ও মতুয়া ভক্তরা। আপ ও ডাউন দুটি গাড়ীকে প্রায় ২ ঘণ্টা আটকে রাখা হয়। স্থানীয় হিন্দুরা প্রশাসনের কাছে দাবী তোলে এই ঘটনায় অভিযুক্ত বা ষড়যন্ত্রকারীদের গ্রেফতার করার জন্য। কানদেবপুর পশ্চিম পাড়ার আনসার মণ্ডল পিতা- নিয়ামত মণ্ডল, ছাড়া আরো তিন ভাইসহ অনেক মুসলমান এই ঘটনায় যুক্ত বলে জানা যায়। তাই তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবী তোলা হয়। ঘটনাস্থলে প্রশাসন এসে গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি দিলে ট্রেন চালু হয়। কিন্তু রাণাঘাটগামী ট্রেনে মাঝ রাস্তায় বাইরে থেকে মুসলমানরা পাথর ছুঁড়তে থাকে যার আঘাতে ট্রেনের কিছু যাত্রী আহত হয়।

চীনে মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের প্রকাশ্যে ফাঁসী

কমিউনিষ্ট চীনও ইসলামিক বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাস থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু সেইসব সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি চীন মোটেই নরম নয়। এইরকম একটি গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত থেকে পুলিশবাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে ১৭ জনের মৃত্যু ঘটানোর অপরাধে চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের দুজনের ফাঁসী দেওয়া হল প্রকাশ্যে। আদালতে এদের জন্য কোন সরকারী উকিল দেওয়া হয়নি। জিনজিয়াং প্রদেশের বাসিন্দা আব্দুর রহমান আজাত (৩৪) ও কুরবানজান হেমিত (২৯) কে স্থানীয় স্টেডিয়ামে ফাঁসি দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিল সরকারী কর্মীরা ছাড়াও স্থানীয় জনতা। ভারতও সন্ত্রাসবাদী জেহাদী মুসলিম কর্তৃক গত দুই দশক ধরে আক্রান্ত। এখানেও শত শত নিরপরাধ মানুষের রক্ত নিয়ে হোলিখেলা চলছে। অথচ পার্লামেন্ট আক্রমণের নায়ক আফজল গুরুর ফাঁসির আদেশ বছরের পর বছর কার্যকর করা হয় না। ঐ মামলায় অধ্যাপক এস. আর. গিলানি ছাড়া পেয়ে যায়। দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক নেতারা কোয়েম্বাটুর বিস্ফোরণের নায়ক আব্দুল নাসের মাদানির দলকে নিয়ে একই মঞ্চে সভা করে ভোটব্যাঙ্ক অক্ষুন্ন রাখতে, আর ২৬/১১-এর মুম্বাই কাণ্ডের ধরা পড়া জীবিত কাসভের জন্য সরকারি আইনজীবি নিয়োগ করা হয়। তামাসা দেখিয়ে এরাই আবার পাকিস্তানে থাকা জঙ্গীদের ফেরৎ চায়। ধন্য, এ দেশের নিরাপত্তা রক্ষার কারিগরেরা।

[সূত্র ঃ দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান ১০-০৪-০৯]

মঞ্জুলারা ধোকা খাবে ও পুড়ে মরতেই থাকবে

মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ মতিঝিলের মেয়ে মঞ্জুলা রায় প্রেমে পড়েছিল সেখানকারই যুবক সারেখ শেখের সঙ্গে। দুবছর আগে মঞ্জুলা জানত না যে তার প্রেমিক মুসলমান। কারণ ঐ প্রেমিক মঞ্জুলাকে বলেছিল সে হিন্দু পরিবারের সন্তান। পরে মঞ্জুলা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয় এবং তার নাম হয় তহকিসা বেগম। ন মাস আগে তাদের একটি পুত্র সন্তান হয়।

ছেলের জন্মের পর থেকেই সারেখ পণের জন্য মঞ্জুলার উপর অত্যাচার শুরু করে। তার দাবি ছিল একটি দামী মোটরবাইক। মঞ্জুলার বাপের বাড়ী সেই দাবী মেটাতে পারে না। ফলে সারেখ ও তার মা অর্থাৎ মঞ্জুলার শাশুড়ী দুইজনে মিলে মঞ্জুলাকে পুড়িয়ে মেরে ফেলে। গত ১৪ এপ্রিল বিকালে বহরমপুর নিউ জেনারেল হাসপাতালে ২২ বছরের মঞ্জুলা মারা যায়। মঞ্জুলার বাবার অভিযোগ যে সারেখের অন্য মেয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল। তিনি জানান, ''আমার মেয়ে মৃত্যুর আগে পুলিশকে ও ডাক্তারকে বলে গিয়েছে যে সারেখ তার গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেয় এবং সারেখের মা গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।''

[সূত্র ঃ টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, ১৫-০৪-০৯]

মন্তব্য ঃ এরকম ঘটনার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পরিচিত। রাজু, বাপি, খোকন, পলাশ প্রভৃতি নাম দেখে কত হিন্দু মেয়ে যে ধোকা খেয়ে গিয়েছে এবং নিজের সর্বনাশ করেছে, তা অনেক ভুক্তভোগী জানেন। কিন্তু উপরোক্ত ঘটনায় যা লক্ষণীয় ও শিক্ষণীয়, তা হল মঞ্জুলাকে হত্যা করা হল একটি সন্তান জন্ম দেওয়ার পর। অর্থাৎ মোট ফল— হিন্দু সমাজের একজন কমল এবং মুসলিম সমাজের একজন বাড়ল। অর্থাৎ দুই সংখ্যার তফাৎ হয়ে গেল। উপরে ছোট্ট সংবাদটি থেকে আরো দুটো জিনিষ জানা গেল না। তা হচ্ছে, সারেখের যে আর একটি অবৈধ সম্পর্ক তৈরী হয়েছে সেক্ষেত্রেও মেয়েটি হিন্দু কিনা। দ্বিতীয়ত; মঞ্জুলার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী পুলিশ ১৬৪ নং ধারা অনুযায়ী কোন হাকিমের সামনে নথিভুক্ত করেছে কিনা। কারণ, এইরকম বহু ঘটনায় অপরাধীরা বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। পুলিশ পয়সা খেয়ে অথবা সংখ্যালঘু তোষণকারী নেতাদের চাপে কেসের মধ্যে অনেক ফাঁক রেখে দেয়। আর মঞ্জুলারা মরতেই থাকে। সদ্য ধানতলা গণধর্ষণ কেসের রায়ে বেকসুর খালাস পাওয়া অপরাধীরা কেসে ফাঁক রাখার নিকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রথম পাতার শেষাংশ

ধানতলার গণধর্ষিতা....

সংখ্যালঘু ভোটের দায় কি এত বড় দায় যে আমাদের মা-বোনেদের গণধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধেও শাস্তির দাবী তোলা যাবে না?

ধানতলা মামলার রায় শুনে ৩৫ বছরের মনিকা দাস (নাম পরিবর্তিত) আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, সেদিন কিভাবে হামলাকারীরা তাঁর কোল থেকে ৩ বছরের বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। তিনি বলেন, 'সেই রাতটা আমার কাছে এখনও বিভীষিকা। আমি সে রাতের কথা ভুলতে চাই। অধিকাংশ অপরাধীই এখনও প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা (পুলিশ) কয়েকজন নিরপরাধ লোককে ধরেছে।' তিনি বলেন, সেদিন বহু মহিলাই অপরাধীদের হাতে অত্যাচারিতা হয়েছেন।

গত ৩০ মার্চ এই মামলার রায় বেরনোর পর ধানতলারই কয়েকটি গ্রাম উল্লাসে ফেটে পড়েছে। আইসমালি পশ্চিমপাড়া ও পূবনগর গ্রামের ১৪ জন এই মামলায় আসামী ছিল। তারা সবাই ওইদিনই জেল হাজত থেকে ছাড়া পেয়ে গিয়েছে। আইসমালি পশ্চিমপাড়ার নূর হক মন্ডল বলে যে তাদেরকে বিনা অপরাধে ফাঁসানো হয়েছিল এবং অকারণে তাদের গ্রামের বদনাম করা হয়েছিল।

[সূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১-৪-০৯]

জেহাদ থেকে তালিবান, কান্দাহার থেকে কাশ্মীর

তপন কুমার ঘোষ

গত ২০ বছর ধরে ভারতে পাকিস্তান থেকে এসেছে জেহাদ অনুপ্রাণিত জঙ্গী। তারা ৬০ হাজার ভারতবাসীর প্রাণ নিয়েছে। এবার আসছে তালিবান।

জেহাদী জঙ্গী ও তালিবানের মধ্যে তফাৎ কী? তফাৎ আছে। জঙ্গীরা গোপনে এসে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বা বন্দুক দিয়ে আক্রমণ করে কাফের বা ইসলামের দুশমনের প্রাণ হরণ করে। তারপর পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে অথবা বেহেস্তে যাওয়ার প্রেরণায় নিজেকে খতম করে। কিন্তু তালিবানরা তা করে না। চোরাগোপ্তা আক্রমণ করে এরা পালিয়ে যায় না। কারণ তাদের উদ্দেশ্য শুধু মানুষ হত্যা করা নয়। তারা যতটা সম্ভব বেশী এলাকায় ইসলামের শাসন বা শরিয়তি আইন লাগু করতে চায়।

পাকিস্তানের সোয়াত্ এলাকায় শরিয়ত আইনে ১৭বছরের কিশোরীকে বেত্রাঘাতে শাস্তি।

পাকিস্তানের একটি প্রদেশ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (N.W.F.P)—এর ৭০% জায়গা তারা দখল করে নিয়ে সেখানে শরিয়তি আইন চালু করে দিয়েছে। এই সেই বিখ্যাত প্রদেশ যেখানে খান আব্দুল গফ্ফর খান বা সীমান্ত গান্ধী এক সময় ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম করেছিলেন। আজ সেই প্রদেশেরই আর এক নাম হয়ে গেছে 'তালিবানিস্তান'। এই প্রদেশেরই অন্তর্গত পাকিস্তানের 'সুইজারল্যান্ড' বলে খ্যাত প্রাকৃতিক সুন্দর সোয়াত্ উপত্যকায় আজ পরিপূর্ণ তালিবানি শাসন ও শরিয়তি আইন। এই আইন তালিবানরা এখানে লাগু করেছে দস্তুরমত পাকিস্তানের জারদারি সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী বুশ-ওবামাদের বড় বন্ধু পাকিস্তান সরকার। সেই সরকার অসহায় ভাবে মোল্লা ওমরের তালিবানের সঙ্গে চুক্তি করেছে। প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ার শহরকে দেখলেই এখন বোঝা যায় যে এটা তালিবানি শহর। কারণ রাস্তায় কোন মহিলা দেখা যায় না। সোয়াত্ উপত্যকায় সমস্ত মেয়েদের স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ্যে মেয়েদের দেখা যায় না, পোলিও টিকাকরণ বন্ধ, পুরুষদের জন্য দাড়ি বাধ্যতামূলক।

সেখান থেকে লোকেরা পালাচ্ছে। পাঁচজন উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসারও এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ১ থেকে ১৩ই জানুয়ারীর মধ্যে ৩৮ জন নাগরিককে হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং কে সাহস করবে এই তালিবানদের বিরুদ্ধে যেতে।

এই তালিবানি রাজ শুরু হয়েছে প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশ থেকে, যে কান্দাহারে ২০০০ সালে কাশ্মীরের জেলে বন্দী কুখ্যাত মাসুদ আজাহারকে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন বাজপেয়ী-আদবানীদের সরকারের বিদেশমন্ত্রী যশবন্ত সিং। আফগানিস্তানে বর্তমানে একটি পেটোয়া সরকারের মাধ্যমে শাসন চালাচ্ছে আমেরিকা। তাদের বিশাল সংখ্যায় সেনাবাহিনীর উপস্থিতি সত্ত্বেও কান্দাহার প্রদেশটিকে দখল করে নিয়েছে তালিবানরা। এই তালিবান গোষ্ঠীকে তৈরী করেছিল আমেরিকাই সোভিয়েত রাশিয়াকে টাইট দেবার জন্য। এখন ওই তালিবানরা কয়েক হাজার আমেরিকান সৈন্যকে ইতিমধ্যেই চোরাগোপ্তা আক্রমণে হত্যা করেছে। বেচারা আমেরিকার রাষ্ট্রপতিরা আমাদের শাস্ত্রের ভস্মাসুরের কাহিনী পড়েনি। পড়লে তাদের এই দুর্গতি হত না। কান্দাহার প্রদেশে তালিবানের হুকুম জারি হওয়ার পর মিরওয়াইশ শহরে জাপান সরকার দ্বারা স্থাপিত একটি বালিকা বিদ্যালয় বন্ধ না করায় গত ১২ নভেম্বর তালিবানরা এসে ১১ জন ছাত্রী ও ৪ জন শিক্ষিকার মুখে এ্যাসিড স্প্রে করে পুড়িয়ে দেয়। তারমধ্যে ৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। এদের মধ্যে সামশিয়া হুসেইনি নামে ছাত্রীটির বাঁ গাল ও দুচোখের পাতাই পুড়ে গিয়েছে ও সে তার দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শুধু সামশিয়া কেন, ঐ স্কুলের প্রায় ১৩০০ ছাত্রীর স্কুলে আসা বন্ধ করতে পারেনি।

কান্দাহারে যা পারেনি পাকিস্তানের সোয়াত্ উপত্যকায় তা পেরেছে। করাচি ও ইসলামাবাদের দিকে তালিবানরা দ্রুত এগিয়ে আসছে। ভারতও আর বেশী দূরে নয়।

ইতিমধ্যে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা দু'রকমের তালিবান আবিষ্কার করে ফেলেছেন, নরমপন্থী ও চরমপন্থী। মডারেট ও এক্সট্রিমিস্ট। এরই মধ্যে ইন্টারনেটে কোটি কোটি মানুষ সারা পৃথিবীতে একটি ভিডিও দেখেছে। তাতে দেখানো হচ্ছে, অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে কোন মেয়ের বাড়ির বাইরে বেরনোর মত অপরাধের শাস্তি। প্রকাশ্য রাস্তায় কালো বোরখায় ঢাকা মেয়েটিকে শুইয়ে দিয়ে দু'জন পুরুষ তার পা ও মাথার দিকে চেপে ধরে আছে। তৃতীয় একজন পুরুষ তাকে গুণে গুণে ৪৭ বার চাবুক মারছে। দর্শকরা ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখছে। মেয়েটির মাথার কাছে সম্ভবতঃ তার মা বসে আকুল হয়ে কাঁদছে। ১৭ বছরের মেয়েটির করুণ আর্তনাদ পাষাণকেও গলিয়ে দেবে। মহান শরিয়তি বিধান। [ওই ভিডিওটি দেখতে হলে ইন্টারনেটে < **YouTube.com** > **website**-এ **'taliban floging pakistan girl in swat'** সার্চ করতে হবে।] ওবামার দৃষ্টিতে এরা হল মডারেট বা নরমপন্থী তালিবান। আর যারা সরকারের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে মার্কিন সেনাদের উপর আক্রমণ করে, তারা হল চরমপন্থী বা এক্সট্রিমিস্ট তালিবান। মনে হয়, ভণ্ডামি ও কাপুরুষতায় ওবামা মার্কিন রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে রেকর্ড স্থাপন করবেন।

যাইহোক, আফগানিস্তানে উৎপত্তি, পাকিস্তানে প্রসার লাভ, জারদারি ও ওবামা অসহায় দর্শক, কাশ্মীর ও দিল্লী আর কত দূর! খুব বেশী দুর কি? আমরা জেহাদী জঙ্গী হামলার প্রতিকার করতে পারলাম না। এবার আসছে তালিবান। জেহাদ, সন্ত্রাস ও তালিবানের এই ত্রাহ্যস্পর্শ যোগে ভারতের যে শনির দশা হবে, গান্ধীবাদ, সাম্যবাদ আর ধর্মনিরপেক্ষতা দিয়ে সে দশা কাটানো যাবে কী?

[সূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ৭,১৫,১৬ জানুঃ ০৯]

ভারতে জনবিন্যাস ধ্বংসের পথে

বারিদ বরণ গুহ

গত ৮ই মার্চ ২০০৯ তারিখে বিহারের রোহতাস জেলার বারডিহা গ্রামের নব নির্মিত এক গির্জায় হানা চালিয়ে বিনোদ নামক এক যাজককে রাজেশ সিংহ নামক এক যুবক গুলি করে জখম করে গ্রেপ্তার হন। উত্তরপ্রদেশের এই লাগোয়া অঞ্চলে খৃষ্টান জনসংখ্যা হু হু করে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫ শতাংশে পৌঁছেছে।

ঘটনাটি মনে করিয়ে দেয় অনুরূপ ঘটনা—ওড়িষ্যার মনোহরপুরের জঙ্গল অঞ্চলে ধর্মান্তকরণে রত অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত খৃষ্টান যাজক গ্রাহাম স্টেইনকে হত্যা করা দারা সিং-এর কথা।

দারা সিং এখন কারাগারে পচছেন। রাজেশ সিংহ'র কপালেও তাই আছে মনে হয়।

জঙ্গল মধ্যে অজগর যেমন যূথবদ্ধ হরিণদের মধ্য থেকে একটি হরিণকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে এবং অন্যান্য হরিণগুলি ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকে, তেমনি বিদেশী অর্থে পুষ্ট খৃষ্টান যাজকরা দরিদ্র অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে প্রবেশ করে খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করে ভারতের জনবিন্যাস ধ্বংস করে চলেছে। হিন্দুদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতার আফিং খাইয়ে বিহ্বল করে দেশের শাসকবৃন্দ যাজকদের জামাই আদরে পোষণ করছে। রাজনৈতিক দলগুলি হিন্দু ঐক্য ধ্বংস করে সংখ্যালঘুদের ভোটের লোভে মূকাভিনয় করে চলেছে। তাহলে হিন্দুদের উপায়! এমন উদাসীন নীরব হিন্দুদের মধ্যে ব্যতিক্রম দলছুটের মধ্যে পড়ে দারা সিং, রাজেশ সিংহর মত দু'এক জন।

এমনি করে বিনা যুদ্ধে আমরা হারিয়েছি পাশ্চিমে পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি, আর পূর্বে পূর্ববঙ্গ। আর খণ্ডিত ভারতে আমরা হারিয়েছি শাসন ক্ষমতা নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর, মেঘালয়, ত্রিপুরা প্রভৃতিতে। কাশ্মীর তো আগেই হারিয়েছি। হাল আমলের জলজ্যান্ত উদাহরণ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে বিধানসভার নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনারকে ঠুঁটো করে চার্চের অঙ্গুলী হেলনে মিজোরামে নির্বাচন হয়ে গেল। বিশাল ভারতবর্ষকে বেছে বেছে বিভিন্ন পকেট অঞ্চলে ভাগ করে পরিকল্পিত ভাবে পাদ্রীরা অতি দ্রুত ধর্মান্তরকরণে মেতে উঠেছে।

এমন অবস্থায় হিন্দুরা যদি 'নকলি মূক-বধির' সরকারের ভরসা করে 'অহিংসা পরম ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার' মালা জপ করতেই থাকে তবে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুদের কপালে অনেক দুঃখ ভোগ আছে।

মালদার বৈষ্ণবনগরে হিন্দুদের দোকান লুট

মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার কৃষ্ণপুর গ্রামে দশরথ মন্ডলের কাছে স্থানীয় সামেদ শেখ ২০০০ টাকা ধার নিয়েছিল কাজ করতে যাবার জন্য। পরে সামেদ কাজে গেল না এবং টাকাও ফেরত দেয়নি। দশরথ টাকা চাইলে ১৪ই এপ্রিল রাত্রে ৮টায় আফজল শেখ, মালিক শেখ, একবল মিঁয়া, সাজাহান শেখ, ইসমাইল শেখের নেতৃত্বে কৃষ্ণপুর বাজারে এসে হুমকি দেয় ও কয়েকটি বোমা ফাটায়। স্থানীয় দোকানদাররা থানায় জানালে পুলিশ আসে। দু-ঘণ্টা পর পুলিশ চলে গেলে ঐ সমস্ত মুসলমান মস্তানরা পাশাপাশি গ্রামে খবর দিয়ে প্রায় ২০০লোক নিয়ে রাত্রি ১১টায় যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে তখন এসে প্রথমে কয়েকটি বোমা ফাটিয়ে ট্রান্সফর্মার হ্যান্ডেল নামিয়ে অন্ধকার করে দিয়ে বীর সিং মন্ডল, বিজেন মন্ডল, তপন সাহা, ষষ্ঠী সাহা, বিহারীলাল সরকার ও আরো কয়েকটি দোকান ভেঙ্গে লুটপাট করে। তার সঙ্গে সুভাষ সিংহ, জিতেন সাহা, সন্তোষ সাহা ও আরো ৩টি বাড়ি আক্রমণ করে বাড়ির পুরুষ ও মেয়েদের মারধোর করে। তরুণ মন্ডল এবং আরো তিনজন গুরুতর আহত হয়ে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি হয়। পরে ঐখানে পুলিশ ক্যাম্প বসে। কিন্তু পুলিশ একজনকেও গ্রেপ্তার করে না। S.D.P.O., বিডিও, I.C. এবং স্থানীয় নেতাদের নিয়ে বিষয়টি মিটিয়ে নেবার জন্য বিকালে মিটিং ডাকে। কিন্তু স্থানীয় দোকানদার ও গ্রামবাসীরা বলেন ঐ সমস্ত মস্তানদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত তারা কোনো মীমাংসা করতে রাজি নয়। তখন বিডিও গোপাল দাস বলেন ভোটের আগে কোনরকম গ্রেপ্তার করা সম্ভব নয়। হিন্দু সংহতি এই অন্যায়ের প্রতিকারের দাবীতে আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

চিন্তাশীল মানুষের মনের সঙ্গী চিন্তাবিদ
"শিবপ্রসাদ রায়ের"
অসাধারণ রচনাবলীর নতুন সংস্করণ।
অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।
প্রাপ্তিস্থান
প্রকাশক ঃ তপন কুমার ঘোষ
তুহিনা প্রকাশনী
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩
ফোনঃ২৩৬০-৪৩০৬, মোঃ৯৮৩০৫৩২৮৫৮
সব বুক স্টলকে আকর্ষণীয় হারে কমিশন দেওয়া হয়।

সুপ্রীম কোর্টে রিপোর্ট পেশ ঃ

গুজরাত দাঙ্গায় মিথ্যাবাদী তিস্তা শেতলবাদ

মিথ্যাবাদী শঠ ও প্রবঞ্চক প্রমাণিত হলেন বড় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মানবাধিকার কর্মী তিস্তা শেতলবাদ। ইনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহিলা মানবাধিকার কর্মী। ২০০২ সালে গুজরাতে গোধরার ঘটনা ও তারপরে গুজরাত দাঙ্গার পর এই তিস্তা শেতলবাদ এবং তাঁর এন. জি. ও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল হিন্দু দাঙ্গাকারীদের খুঁজে বের করতে ও তাদেরকে শাস্তি দিতে। এঁরই চেষ্টায় বেস্ট বেকারী মামলাকে গুজরাতের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় যাতে নরেন্দ্র মোদী সরকার প্রভাব খাটিয়ে দাঙ্গাকারীদের অপরাধ আড়াল করতে না পারে। এদের প্রচার এত জোরাল হয়েছিল যে আজ পর্যন্ত আমেরিকার সরকার নরেন্দ্র মোদীকে সে দেশে ঢোকার ভিসা দেয়নি। এরা প্রচার করেছিল যে উগ্র হিন্দু সংগঠনের কর্মীরা তরবারী দিয়ে গর্ভবতী মুসলিম মহিলার পেট চিরে ভ্রূণ বের করে ত্রিশূলের ডগায় গেঁথে পৈশাচিক উল্লাস করেছিল। এই তিস্তা শেতলবাদদের এমনই সামাজিক খ্যাতি যে বহু মানুষ এই ঘটনা শুনে বিশ্বাস করেছিল ও শিউরে উঠেছিল। এদের প্রচারের এমনই প্রভাব যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী গুজরাত দাঙ্গার পর বলেছিলেন যে বিশ্বে ভারতের মাথা হেঁট হয়ে গেছে।

রামবিলাস পাসোয়ানের কাছ থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন তিস্তা শেতলবাদ।

এত হৈ চৈ এর পর মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট ''একটি স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টীম'' (SIT) নিযুক্ত করেন গোধরা পরবর্ত্তী দাঙ্গার তদন্ত করে সুপ্রীম কোর্টকে রিপোর্ট পেশ করার জন্য। সি.বি.আইয়ের প্রাক্তন অধিকর্তা (ডাইরেক্টর) আর. কে. রাঘবনের নেতৃত্বে এই তদন্ত দল গঠিত হয়। গত ১৩ এপ্রিল ঐ তদন্ত টীম সুপ্রীম কোর্টে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। ঐ রিপোর্ট তিস্তা শেতলবাদ ও হিন্দু বিদ্বেষী এন.জি.ও. গুলির মুখোশ খুলে দিয়েছে।

উক্ত রিপোর্টে S.I.T. স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, মুসলিমদের উপর অত্যাচারের ''অনেক ঘটনাই বানানো হয়েছে; সম্পূর্ণ কাল্পনিক অত্যাচারের ঘটনা প্রমাণের জন্য মিথ্যা সাক্ষী সাজানো হয়েছে এবং আমেদাবাদের পুলিশ কমিশনার পি.সি.পাণ্ডের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে।''

১৩ এপ্রিল সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি অরিজিত পাসোয়াত, পি সদাশিবম ও আফতাব আলমকে নিয়ে গঠিত তিন সদস্যের বেঞ্চের সামনে পেশ করা উক্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে এন.জি.ও.-দের দেওয়া অনেকগুলি বড় অভিযোগের মধ্যে কোন সত্যতাই নেই। এই অভিযোগগুলির মধ্যে আছে ঃ—

(১) হিন্দু দাঙ্গাকারীদের দ্বারা কউসার বানু নামে একজন গর্ভবতী মুসলিম মহিলাকে গণধর্ষণ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার পেট চিরে ভ্রূণ বের করে নেওয়া।

(২) নরোরা পাটিয়াতে দাঙ্গাকারীরা অনেক মুসলমানকে মেরে তাদের মৃতদেহগুলি একটা কুয়ায় ফেলে দিয়েছে।

(৩) ঐ সময় গুজরাতে ভ্রমণরত একজন ব্রিটিশ নাগরিকের হত্যার তদন্ত পুলিশ গুলিয়ে দিয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টে পেশ করা এস. আই. টির রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে গুলবর্গা হাউসিং এ হামলার সময় আমেদাবাদের পুলিশ কমিশনার পি.সি.পাণ্ডে আক্রমণকারীদের সাহায্য করেছিলেন বলে যে অভিযোগ তোলা হয়েছিল তা সর্বৈব মিথ্যা।

''প্রকৃতপক্ষে সত্য হল এই যে পাণ্ডে দাঙ্গা পীড়িতদেরকে হাসপাতালে পাঠাতে ও অতিরিক্ত পুলিশি ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত ছিলেন'', একথা জানান এস.আই.টির পক্ষে মুখ্য কাউন্সেল মুকুল রোহতাগি। তিনি আদালতকে আরো জানান, যে ২২ জন সাক্ষী বিভিন্ন আদালতে দাঙ্গার বিবরণ সম্বন্ধে অবিকল একই রকমের হলফনামা দাখিল করেছেন তাদের সকলকে S.I.T. জেরা করেছেন।

[সূত্র ঃ দি ইকনমিক টাইমস্, ১৪-৪-০৯]

মন্তব্য ঃ শুধুই গুজরাত দাঙ্গা নয়, স্বাধীন ভারতে বিগত ৬২ বছরে হিন্দুর বিরুদ্ধে এইরকম বহু অপপ্রচার করে বিশ্বের সামনে হিন্দু সংগঠনগুলিকে নরখাদক রাক্ষস হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে যার ফলে সাধারণ হিন্দুর মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙে গিয়েছে। এইসব অপপ্রচারের ফলে হিন্দু নিজেকে হিন্দু ভাবতে লজ্জিত অনুভব করেছে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে নেহরুবাদী কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট সরকারগুলি এইরকম তিস্তা শেতলবাদ, কুলদীপ নায়ার, নন্দিতা দাস-দীপা মেহেতা-দের মত হিন্দু বিদ্বেষীদেরকে বহু পদ্মশ্রী ও অন্যান্য পুরস্কারে পুরস্কৃত করে এই মিথ্যাচারীদের সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়ার ফলেই এই পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। ভারতে হিন্দুদের কালিমালিপ্ত করার ও নৈতিক মনোবল ভেঙে দেওয়ার এ এক সুগভীর নেহরুবাদী চক্রান্ত। এই চক্রান্ত শুরু করেছিল মেকলে সাহেব। তারপর তাতে হাওয়া দিয়েছিল রাশিয়ার কম্যুনিস্টরা। আর বর্তমানে এই চক্রান্তে হাওয়া দিচ্ছে বুশ-গর্ডন-ওবামা; আর টাকা দিচ্ছে সৌদি আরবের শেখরা। নেহরুবাদী এই চক্রান্তের জাল ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলতে না পারলে ভারতের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে, দেশ আবার ভাগ হবে, আমরা শুধু অসহায় দর্শক হয়ে থাকব।

তাই আজ জার্নেল সিং এর মত এমন স্বাভিমানী যুবক চাই যারা তিস্তা শেতলবাদ এর মত নোংরা মিথ্যাচারী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের দেখলেই জুতো মারবে ও থুথু ছেটাবে।

মতুয়া মহামেলায় হিন্দু সংহতির স্টল

হরিচাঁদ ঠাকুরের পূণ্যধাম উত্তর ২৪ পরগণার ঠাকুরনগরে। যদিও মূল ধাম বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার ওড়াকান্দি গ্রামে। সেখান থেকে শ্রী প্রমথরঞ্জন ঠাকুর এসে ঠাকুরনগরে এই ধামের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বছর চৈত্রমাসের মধুকৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে হয় বারুণীর স্নান। স্নান উপলক্ষে এই মেলায় লক্ষ লক্ষ হিন্দুর আগমন হয়। এটা এক হিন্দু কুম্ভ। এই মেলাকে কেন্দ্র করে হিন্দু সংহতি ২০০৮ সালে শুরু করেছিল বাংলাদেশের ২০০১ সালে ঘটে যাওয়া হিন্দুদের উপর অত্যাচারের এক চিত্র প্রদর্শনী। ব্যাপক সাড়া পড়েছিল এই চিত্র প্রদর্শনীতে। এবছর হিন্দু সংহতি দিয়েছিল বইয়ের স্টল। ২৪ ও ২৫ মার্চ দুই দিন ধরে এই মেলায় পুস্তক-পুস্তিকার মাধ্যমে হিন্দুত্ব জাগরণের প্রচার চলে। এই স্টল থেকেই মতুয়া ভক্তবৃন্দদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে একটি প্রচারপত্র বিলি করা হয়। প্রচারপত্রটি অনেকের মনে দাগ কেটেছে। এর মধ্যে একটি মৌলিক কথা সকলকে নাড়া দিয়েছে। কেউ কেউ কুড়িয়ে প্রচারপত্রটি পাবার পর আরো নেবার জন্য সংহতির স্টলে আসে। কারণ এমন বাস্তব কথা, মতুয়া ভক্তবৃন্দের প্রাণের কথা কেউ বলে না। কথাটি ছিল— ঠাকুরনগরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী প্রমথরঞ্জন ঠাকুরকে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়। দেশ ছাড়ার আগে তিনি শেষ জনসভা করেন নড়াইলের জমিদার বাড়ির প্রাঙ্গণে। সেখানে মতুয়া ভক্তবৃন্দদের বলেন—''কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করায় দেশ খণ্ডিত হবার পথে এগিয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে আবার আমাদের দাঙ্গার সম্মুখীন হতে হবে। ভবিষ্যতে আমাদের বেঁচে থাকার অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এখন আমাদের কী করণীয়? নিঃসন্দেহে আমরা বিশাল হিন্দু সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই সংকটময় মুহূর্তে তপসিলীদের নিজেদের স্বার্থে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে হিন্দু সমাজের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে'' (মহাপ্রাণ যোগেন্দ্রনাথ—সদানন্দ বিশ্বাস, পৃঃ ১৬০-১৬১, দীপালি বুক হাউস)। বর্তমানেও একটি চক্রান্ত চলছে পশ্চিমবঙ্গে দলিত-মুসলিম ঐক্যের নামে অনগ্রসর হিন্দুদেরকে আবার বিভ্রান্ত করার। বহু মতুয়া ভক্ত স্টলে এসে যোগাযোগ করেন। বিভিন্ন পুস্তিকা কেনা এবং এই প্রচারপত্র ছাড়াও হিন্দু সংহতির পত্রিকা 'সংহতি সংবাদ'ও সংগ্রহ করেন সংহতির স্টল থেকে।

রফিকুল শেখের লোলুপ দৃষ্টি থেকে ১৪ বছরের নয়না সরদার রক্ষা পেল না

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সন্দেশখালি থানার কুখ্যাত সরবেড়িয়া অঞ্চলের ভাটিদহ গ্রামের অতি দরিদ্র রবীন্দ্র সরদারের বালিকা কন্যা নয়না সরদার। বয়স ১৩ বছর ১০ মাস। গত ৩ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭টায় সরস্বতী ঠাকুরের বিসর্জন দেখতে বাড়ীর বাইরে বের হয়েছিল। পাশের গ্রাম তালতলা শাকদা। ঐ গ্রামের বাসিন্দা রফিকুল শেখ, বয়স ২৩, পিতা-মৃত ফন্টু শেখ, এবং রফিকুলের কয়েকজন সাগরেদ মোটরবাইকে এসে নয়নাকে চেপে ধরে তার মুখে ওড়না চাপা দিয়ে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটনা ঘটে যায়। মেয়ের বাবা যথারীতি থানায় ডায়েরী করে ও ও.সি.-র কাছে অনেক আবেদন নিবেদন করে। কিন্তু থানা কিছুই করে না। তারপর মেয়ের বাবা খবর পায় যে মেয়েকে রফিকুলের ভগ্নীপতির বাড়ীতে আটকে রাখা হয়েছে। পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ সেখান থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারী নয়নাকে উদ্ধার করে। কিন্তু রফিকুল বা তার ভগ্নীপতিকে গ্রেফতার করে না। পুলিশ নয়নাকে বসিরহাট আদালতে হাজির করে। হাকিমসাহেব নয়নাকে জিজ্ঞাসা করেন, সে নিজের ইচ্ছায় গিয়েছিল না তাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? নয়না স্পষ্টভাবে বলে যে তাকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল রফিকুলরা। তখন হাকিম নয়নাকে তার বাবা-মা'র সঙ্গে বাড়ী পাঠিয়ে দেন। বাড়ীতে ফিরে আসার পর থেকেই রফিকুল ও তার বাহিনী মোটরবাইক নিয়ে বার বার নয়নাদের বাড়ীর আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে থাকে ও হুমকি দিতে থাকে। তাই ভয় পেয়ে নয়নার বাবা-মা মেয়েকে তার মামার বাড়ী পাঠিয়ে দেয়। মামারবাড়ী তালদা শিকারীপাড়া গ্রামে, থানা-বাসন্তী। গত ২৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় যখন বাড়ীতে পুরুষমানুষ কেউ ছিল না, তখন ঐ রফিকুল শেখ তার একজন সঙ্গী নিয়ে মোটরবাইকে আসে। মামী ও বৃদ্ধা দিদিমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় ও নয়নাকে আবার জোর করে তুলে নিয়ে যায়। তারপর থেকে নয়না নিখোঁজ। তার বাবা আবার বাসন্তী থানা ও সন্দেশখালি থানা-দুই থানাতেই ডায়েরী করে। কিন্তু কোন ফল নেই। দুষ্কৃতকারীরা এলাকায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও নয়নার মা-বাবাকে হুমকি দিচ্ছে কেস করলে কচুকাটা করে ফেলব।

নয়নার মা ও বাবা কেঁদে কেঁদে সকলের দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ নেই তাদের সাহায্য করবার। সম্পূর্ণ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় প্রতিদিন হিন্দু মেয়ে অপহরণ হচ্ছে; আর বুদ্ধ ভট্টাচার্যের গলার তেজ বাড়ছে। আর মমতা ব্যানার্জী তো আছেনই সংখ্যালঘুদের সবরকমের কাজে সহযোগিতা করার জন্য। হিন্দু সংহতির অন্যান্য কেসের মত এটিও নিয়েছে এবং নয়নাকে উদ্ধার করার চেষ্টা চালাচ্ছে। ইতিমধ্যেই ভবানী ভবনে আই. জি. (সাউথ বেঙ্গল)-র কাছে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

হুগলীতে শিবদুর্গা পূজা আক্রান্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১১ই ফাল্গুন (২৩শে ফেব্রুয়ারী) হুগলী জেলার ডানকুনি এবং গোবরা স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে শিবদুর্গা পূজা উপলক্ষে একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করে স্থানীয় মানুষ। ওই অনুষ্ঠানে কিছু মুসলমান দুষ্কৃতি অনুষ্ঠানটি পণ্ড করার চেষ্টা করে। স্থানীয় অনুষ্ঠান কর্তৃপক্ষ খবর পেয়ে তাদের ওই স্থান থেকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু পরদিন ওই মুসলিম দুষ্কৃতিরা দলবল নিয়ে স্থানীয় মানুষ এবং এলাকার হিন্দু মহিলাদের মারধর করে। স্থানীয় প্রশাসন এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ১৪৪ ধারা জারী করে। উক্ত ঘটনায় যে দুজনের নাম এসেছে, তারা জেলা পরিষদের সদস্য আব্দুল রহমান লস্করের ছেলে এবং ভাইপো, স্থানীয় প্রশাসন তাদের খুঁজছে।

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে
ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ইন্টারনেট ঃ http://hindusamhati.blogspot.com, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffmail.com